আজিকার মুক্ত-মনা শিশু

আকাশ

মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য হলো, মানুষ জন্ম থেকে প্রশ্ন করা, জানা, খোঁজা, কথা বলা ও চিন্তাবিলাসী। পশু তা পারেনা, পশুর মধ্যে এ সমস্ত গুনাবলী নেই। সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যেকটি মানব শিশু বৈজ্ঞানিক হওয়ার যোগ্যতা নিয়ে জন্ম নেয়। শিশু তার চারপাশের ঘঠনাবলি থেকে জ্ঞান অর্জন করে। বিজ্ঞানীরূপে জন্ম নিয়েই সে তার চারপাশের জগৎকে আবিষ্কার করে। অজানাকে জানার আগ্রহ, কৌতুহল মনোবৃত্তি যেমন বড়দের, তেমন ছোটদের। শিশুরা অনবরত প্রশ্ন করে, জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করে, উল্‌ঠিয়ে পাল্‌ঠিয়ে দেখে, সবকিছুতেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চায়, কারণ সে সারা জগতটাকে তার আপন দৃষ্টিকোণে আবিস্কার করতে চায়।

আজিকার দিনে দশ বৎসরের শিশুও জানে বৃষ্টির উৎস কোথায় । বিজ্ঞানের যুগের শিশুদের কাছে যদি বলা হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার আবাহাওয়া দফতরের নির্দিষ্ট স্বর্গদুত একই সময়ে পৃথিবীর এক প্রান্থে ঝড়-বৃষ্টি আর অপর প্রান্থে প্রখর রৌদ্র বিতরণ করেণ তা হাস্যকর মনে হবে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভূ-গর্ভের প্লেইটের সন্ধান পেতে এ যুগের শিশুদের ডিগ্রী ক্লাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়না। সুতরাং ইন্দোনেশিয়ায় সুনামীর ঘঠনা মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা বিধাতার অভিশাপ বলা আপনার সন্তানকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার সন্তান যদি জানতে চায় সূর্যের তাপমাত্রা কত, ছোট লোহার টুকরা কেন জলে ডুবে আবার এতবড় জাহাজ ভাসে কিভাবে অথবা রংধনুর সাত রং কেন , কেন রংধনু হয়, কি ভাবে হয়, কোথা থেকে হয় ? হয়তো সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আপনার জানা নেই। কিন্তু এমন কোন উত্তর তাকে দেবেন না, যার কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমান নেই। আমাদের মনে রাখা উচিৎ, আজকের শিশুরা জন্ম নিয়েছে বিজ্ঞানের অপরিসীম সাফল্যের যুগে। যে মানুষ পৃথিবীর আগুন ব্যবহার করতে জানতোনা, সে মানুষ আজ সূর্যের আগুন নিয়ে খেলতে জানে, সূর্যের তাপ ব্যবহার করে গাড়ি চালায়। জগতের এত আবিষ্কার, বিজ্ঞানের এত বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে যে সকল মহামানবদের অবদান, তাঁদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতি সাধারণ পরিবারের সাধারণ মানুষ।

শিশুর অনুসন্ধিতসু মনের একটি উদাহরণ দেই। মা দেখলেন একটি মাত্র ডিম ঘরে আছে যা আজকের নাস্তার টেবিলে স্বামীকে দেবেন। হঠাৎ করেই পাঁচ বৎসরের ছেলেটি ফ্রিজ থেকে ডিমটি বের করে মাটিতে ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফেল্‌লো। এমতাবস্থায় মা তেলে বেগুনে আগুন না হয়ে, বাবা অগ্নি-চক্ষু না করে তাকে প্রশ্ন করলেন, সে কি ভেবে ডিমটি ভাঙ্গলো। ছেলেটি উত্তর দিলো, বড় ভায়ের ছোট বলটি মাটিতে ছোঁড়লে কি সুন্দর লাফ দেয়, দৌড়ে, ডিমটা কেন তা করলোনা ? এর পরে তার আরো কিছু জানার আছে। বলটির ভেতরে বাতাস না থাকলে বলটিও লাফ দেয়না কেন ? আবার কোন জিনিষ শক্ত যায়গায় যত সহজে ভাঙ্গে নরম জায়গায় তত সহজে ভাঙ্গেনা কেন ? একটি ডিম ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে যে সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন তার উত্তর পেতে হলে আপনাকে জানতে হবে বস্তুর ধর্ম, গতি, শক্তি, বাতাসের ওজন, ঘনত্ব এসব কিছু। শিশুর

অনুসন্ধিৎসু মন জানতে চায়, খোঁজতে চায় ঘঠনার পেছনের ঘঠনা। আপনি এখান থেকেই শুরু করতে পারেন আপনার ছেলের ইউনিভার্সিটির প্রথম ক্লাস। পৃথিবীর ভবিষ্যত নাগরিকের ভাল হওয়া, মন্দ হওয়া, শিক্ষিত হওয়া, মূর্খ হওয়া, পরোপকারী হওয়া, অনিষ্ঠকারী হওয়া, চরিত্রবান হওয়া, চরিত্রহীন হওয়া, নির্ভর করে প্রথমত মা বাবা, দ্বিতীয়ত চার-পাশের পরিবেশের উপর। সব শিশুর মনেই নজরুল হওয়ার বাসনা আছে। সব শিশুই বলতে চায় "বিশ্ব জগত দেখবো আমি আপন হাতের মুঠোয় পরে।" চৈতন্যতা, গতিশীলতা, মনন, ভাবনা-শক্তি মানুষের জন্মগত গুণ, আর এই গুণ মানুষকে দিয়েছে অপরিমেয় সুপ্ত ক্ষমতার অধিকার, যা অন্য জীবের মধ্যে নেই। সংবিৎ এবং চৈতন্যতার গুণে মানুষ হয়েছে অনন্য। দূরকল্পী ভাবনা (স্পেক্যুলেটিব থিংকিং) একমাত্র মানুষই করতে পারে। আর এই দূরকল্পী ভাবনাকেই বলা হয় দর্শন। দার্শনিকতার জোরেই পৃথিবীর মানুষ মহাশুন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিজ্ঞান ও দর্শনে যে জাতি যত বেশী উন্নত, নিঃসন্দেহে সেই জাতিই পৃথিবীতে তত বেশী উন্নত, সূখী এবং শক্তিশালী।

মানুষের বেঁচে থাকার পথ খোঁজা শুরু হয় মায়ের গর্ভ থেকে। ভ্রুণ মনুষ্যাবয়ব পাওয়া থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজা শুরু করে। এক সময় মা তার এই খোঁজা-খোঁজি টের পান। মা বুঝেন তার পেটের সন্তান বেরিয়ে আসার অর্গলটি পেতে দেয়াল হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এভাবে খোঁজতে খোঁজতে ঠিক সময়মত একদিন বেরিয়ে আসার দ্বার সে খোঁজে পায়। ধরিত্রীর সদস্যের খাতায় নাম লেখানোর পর থেকে তার খোঁজা-খোঁজি শুরু হয়, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তা চলতে থাকে। জগতের অপরিসীম অগণিত, অসীম বিস্ময়কর সৃষ্টিতত্ব যদি অজানা, অনাবিষ্কার থেকে যায়, মানুষ যদি তা জানতে না পারে, যদি জানার সুযোগ দেয়া না হয়, মানব জনমটাই তার ব্যর্থ হয়ে যাবে। যে সুযোগ, যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, বিতাড়িত, নিন্দিত, আহত, নিহত হয়েছেন অনেক ইমাম, মোজাদ্দিদ, সুফি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকগণ। তাদের মধ্যে আবু-মুসা বিন মনসুর হাল্লাজ, ইবনে বুশদ, ইবনে সিনা, আল্ গাজ্জালী, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, রাম মোহন, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা-সাগর, বেগম রোকেয়া, রবার্ট আইনষ্টাইন, গ্যালিলিও, আইজাক নিউটন, সক্রেটিস ষ্টিভেন হকিন্স অন্যতম। এ ধরায় যুগে যুগে সৃষ্টিশীল, মননশীল, বিদূ্যী, মনীষীর জন্ম হবে, যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে খোঁজার, বলার, জানার, বুঝার, অনুসন্ধান করার, প্রশ্ন করার, মুক্ত-বুদ্ধি চর্চা করার সুযোগ দিই।